Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya

SUBJECT : BENGALI , II CC

TEACHER NAME : P. R. C

Study Material and Ques. Ans.

on

শাক্ত পদাবলী :

Scanned by CamScanner

আগমনী

॥ ২ ॥

❑ পিলু বাহার যৎ ❑

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না।।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌ব না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশান মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না।

—*রামপ্রসাদ সেন,* আগমনী পদ সংখ্যা-৭

✪ **আলোচনা :** আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের গান বাংলা ভাষায় কে প্রথম লিখেছিলেন, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না তবে লিখিত পদের মধ্যে রামপ্রসাদই সম্ভবত প্রাচীনতম কবি। অবশ্য বাংলার লোকসংগীতে আগমনী বিজয়া-পদ আরও পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় পদ প্রায়শঃই হিমালয় ও মেনকার পারস্পরিক কথোপকথন অথবা আচরণের বর্ণনা সংকলিত। বাংলার সমাজ-সংসারে শরৎকাল দশভূজা আনন্দময়ী দুর্গার চারদিন ব্যাপী উৎসবকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যেই আগমনী পদ রচিত হয়। কিন্তু পদের বিষয়বস্তু শেষপর্যন্ত পরিণত হয় বাঙালি গৃহস্থ ঘরে বিবাহিত প্রবাসিনী কন্যার বছরে একবার পূজার সময় পিতামাতার কাছে বেড়াতে আসার গার্হস্থ্য আনন্দ-উৎসবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। 'গিরি এবার আমার উমা এলে'—কার পদ? পদটির ভণিতা অংশটি লেখো।

উ: 'গিরি এবার আমার উমা এলে' পদটি—রামপ্রসাদ সেনের পদ।

Scanned by CamScanner

ভণিতা অংশটি—"দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফেরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না।"

২। মেনকা কার কাছে উমাকে আর পতিগৃহে না পাঠানোর কথা বলেছেন?

উ: মেনকা গিরিরাজ হিমালয়ের কাছে উমাকে আর পতিগৃহে না পাঠানোর কথা বলেছেন।

৩। মৃত্যুঞ্জয় কে?

উ: মৃত্যুঞ্জয় শিবের অপর নাম। মৃত্যুকে যিনি জয় করেছেন অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়।

৪। মায়ে-ঝিয়ে কার সাথে ঝগড়া করবেন?

উ: মায়ে-ঝিয়ে শিবের সাথে ঝগড়া করবেন।

৫। কে শিবকে জামাই বলে মানবে না ভেবেছেন?

উ: মেনকা শিবকে জামাই বলে মানবে না ভেবেছেন।

৬। কোন্ পর্যায়ের পদ?

উ: শব্দটি 'আগমনী' পর্যায়ের পদ।।

৭। উমাকে পতিগৃহে না পাঠানোর কথা মেনকা কাকে বলেছেন?

উ: গিরিরাজ একথা মেনকা জানিয়েছেন।

৮। কার সাথে মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া করবেন?

উ: মৃত্যুঞ্জয়-এর সাথে মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া করবেন।

৯। মা-ঝি কে?

উ: এখানে মা হলেন মেনকা ও ঝি হলেন উমা।

১০। শিব কোথায় ঘুরে ফিরে?

উ: শিব শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরে ফিরে।

বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তর

১। গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না।।

—পদটি কোন্ পর্যায়ের? আলোচ্য পদটির সংক্ষেপে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

আলোচ্য পদটি রামপ্রসাদ সেনের 'আগমনী পর্যায়ে'র অন্তর্গত?

উত্তর। আগমনী পর্যায়ের এই পদটিতে বাঙালি মায়ের চিরকালীন বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। পদটিতে বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের প্রতিফলনও লক্ষ করা যায়। মেনকা স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, এবার উমা এলে আর তাকে তিনি পতিগৃহে পাঠাবেন না। উমাকে শিবের হাতে সমর্পণ করে মা মেনকার চিন্তার অবধি ছিল না। উমার গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখ মায়ের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। যে কন্যাকে তিনি এতকাল সযত্নে লালিত পালিত করে বড়ো করে তুলেছেন তাঁর এই দুর্দশা তিনি সহ্য করতে পারবে না। তাই তিনি উমাকে শিব গৃহে প্রেরণ করতে চান না। তাতে যদি সমাজে নিন্দিত হতে হয় তবে সেও স্বীকার করে নেবেন। পদটিতে বাঙালি মাতৃহৃদয়ের চিরকালীন স্নেহ ব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটেছে।

২। যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।

—মেনকার একথা বলার কারণ কী?

উত্তর। রামপ্রসাদের এই পদে মা মেনকা তথা সমস্ত মায়ের অন্তরের কামনা প্রকাশ পেয়েছে। মা মেনকা কন্যা উমার দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপন মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। অন্তরের

Scanned by CamScanner

কন্যার এই নির্যাতন, অবহেলা তিনি আর সহ্য করবেন না। শিবের সংসারে নিত্য কষ্ট ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় উমাকে। তাই তিনি স্থির করেছেন কন্যাকে আর গতি গৃহে পাঠাবেন না। তাতে যদি লোকে মন্দ কথা বলে তাও মেনে নেবেন। আর শঙ্কর যদি উমাকে নিয়ে যেতে আসেন তার সঙ্গে মাতা ও কন্যা মিলে বিবাদ পর্যন্ত করবেন। জামাতার সম্মানও প্রদর্শন করবেন না। কারণ কন্যার এই দুর্দশার জন্য তিনি জামাতাকেই দায়ী বলে মনে করেন। তার কন্যার চিন্তায় ব্যাকুল মাতার কণ্ঠে এই সুর ধ্বনিত হয়েছে।

৩। "শিব শ্মাশনে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না।"

—এই বক্তব্যের কারণ কী?

উত্তর। মহাদেব শ্মশানবাসী, তাই উমাকেও সেখানেই থাকতে হয়। গার্হস্থ্য জীবনের কোনও চিন্তা নিয়ে তিনি ভাবেন না। সর্বদাই নিজের মতেই থাকেন অর্থাৎ তিনি মোটেই সংসার অনুরক্ত নয়, নিত্য ভ্রমণশীল। উমার গৃহে সর্বদা তাই অভাব, অনটন লেগেই থাকে। স্বামীর উদাসীনতা ও সাংসারিক অস্বচ্ছলতা মায়ের প্রাণে সহ্য করা সম্ভব নয় বলেই মা মেনকা কন্যা উমাকে আর পতিগৃহে পাঠাতে চান না। রামপ্রসাদ তাই বলেছেন মায়ের প্রাণে কন্যার এই দুঃখ সহ্য করা সম্ভব নয়।

৪. 'গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না...।' কবি? পর্যায়? তাৎপর্য?

উত্তর। রামপ্রসাদ সেন।

আগমনী।

বৎসরান্তে গিরিরাজকে পাঠিয়ে মেনকা কন্যা উমাকে স্বগৃহে আনবেন। কিন্তু উমার থাকবার মেয়াদ মাত্র তিনদিন। দীর্ঘ অদর্শনের পর মাত্র তিনদিন? তা অতৃপ্তিই বাড়ায়। তাই মেনকা স্বামীকে জানাচ্ছেন, বিজয়া প্রভাতে যখন স্বয়ং মহাদেব উমাকে নিতে আসবেন, তখন প্রতিশ্রুতির মতো উমাকে যেতে দেওয়া হবে না। কন্যাকে স্বামী গৃহে না পাঠানোতে হয়তো প্রতিবেশীরা নিন্দামন্দ করতে পারে, তা মেনকা সইবেন। এমন প্রয়োজন হলে কন্যাসহ তিনি জামাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করতেও প্রস্তুত। তবু এত তাড়াতাড়ি কন্যাকে স্বামীগৃহে পাঠাবেন না।

৫. "এবার মায়ে-ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মানব্ না।"—কোন্ পর্যায়ের পদ? পদকর্তা কে? 'মা' এবং 'ঝি' কারা? কীসের ঝগড়া?

উত্তর। আলোচ্য পদটি সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন রচিত 'আগমনী' পর্যায়ের একটি পদ থেকে নেওয়া হয়েছে। —৭ নং পদ।

গিরিরাজের স্ত্রী মেনকা, ও মেয়ে উমার কথা বলা হয়েছে। বৎসরান্তে গিরিরাজকে পাঠিয়ে মেনকা কন্যা উমাকে স্বগৃহে আনবেন। উমা থাকবার মেয়াদ মাত্র তিনটি দিন। তাই মা মেনকা গিরিরাজকে বলেছেন যে বিজয়া প্রভাতে যখন স্বয়ং মহাদেব উমাকে নিতে আসবেন, তখন উমাকে যেতে দেওয়া হবে না। কন্যাকে স্বামী গৃহে না পাঠানোতে হয়তো প্রতিবেশীরা নিন্দামন্দ করতে পারে, তা মেনকা সইবেন। এমনকি প্রয়োজন হলে তিনি কন্যা উমার সঙ্গে ঝগড়াও করতে পারেন। সামনে যদি জামাতা মহাদেব উপস্থিত থাকেন, তাতেও তিনি পরোয়া করবে না।

৬। "গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।

.....

শিব শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না॥"

—পদকর্তা কে? কোন্ পর্যায়ের পদ, আলোচ্য পদটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর। রামপ্রসাদ সেন বিরচিত 'আগমনী' পর্যায়ের অন্তর্গত আলোচ্য পদটি।

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের 'আগমনী' পর্যায়ের এই পদটিতে বাঙালি মায়ের চিরকালীন বাসনা

Scanned by CamScanner

ব্যক্ত হয়েছে। পদটিতে বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। গিরিরাজকে মেনকা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে এবার কন্যা পিতৃগৃহে এলে উমাকে আর পতি গৃহে পাঠাবে না, তাতে লোকে যদি মন্দ কথাও বলে, তাও তিনি শুনবেন না। কারণ শঙ্কর আদৌ সংসারানু রক্ত নয়। সে নিত্য শ্মশানে ভ্রমণশীল। উমার এই দুঃখ, স্বামীর উদাসীনতা ও সাংসারিক অস্বচ্ছলতা মায়ের প্রাণে সহ্য করা সম্ভব নয় বলে মেনকা উমাকে আর পতিগৃহে পাঠাতে চাননা। এ যেন বাঙালি গৃহস্থের মাতৃহৃদয়ের কথা। সতীনের জ্বালা, পতির অবহেলা, অনটন প্রজাতিতে জর্জরিত সমাজের নারীদের চিত্র এখানে প্রস্ফুটিত হয়েছে। কন্যাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে মায়ের কোন সুখ নেই, কন্যার চিন্তায়, দুর্ভাবনায় মাতৃহৃদয় সর্বদা ব্যাকুল হয়। যে আদরের কন্যাকে মা লালন পালন করে পতিগৃহে পাঠিয়েছে তার নিত্য যন্ত্রণা, নির্যাতন মায়ের হৃদয় বেদনাকে বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়। বাঙালি ঘরের সাধারণ মা চিত্রই যেন মা মেনকার মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে। উমার প্রতি স্নেহ-মমতা, আবেগ-ব্যাকুলতা সবই কিছুতেই সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। কন্যাকে তিনি নিজের কাছে রেখে দিতে চান, সমাজে নিন্দিত হতে হয় সেও স্বীকার করে নেবেন তবুও মৃত্যুঞ্জয় এসে যদি উমাকে নিয়ে যেতে চান তবে মা-মেয়েতে জামাই-এর সাথে ঝগড়া করবেন, জামাতার সম্মানও তাঁকে প্রদান করা হবেনা। শিব শ্মশানচারী সংসারের ভাবনা ভাবেনা। তাই নিত্য অভাব-অনটন সংসারে লেগেই থাকে। কন্যা উমাকে নিয়ত নির্যাযিত হতে হয়। কোন মায়ের পক্ষেই এই দুঃখ সহ্য করা সম্ভব নয়। সাধক কবিও তাই বলেছেন মা মেনকার কাছে কন্যার এই দুর্দশা সহ্য করা সম্ভব নয়। পদটিতে কন্যার জন্য মাতার ব্যাকুলতার ভাবটি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

Scanned by CamScanner